ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 131 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in
ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৮৭ ● কলকাতা ● ০৯ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২৭ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বচসার জেরে শুল্ক আধিকারিকের বাড়িতে ঢুকে 'মার', ফাটল মাথা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গাড়িতে ধাক্কা নিয়ে বচসা। রাজপুরে শুল্ক আধিকারিকের উপর হামলা অটো চালক ও দলবলের। তাঁর আবাসনে ঢুকে মেরে ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ আধিকারিকের স্ত্রীকেও হেনস্তা করা হয়েছে। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়। একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।প্রাথমিক চিকিৎসার পর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রদীপবাবু। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে বাকিদের গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন 'আক্রান্ত' অফিসার।আক্রান্ত' আধিকারিকের নাম প্রদীপ কুমার।তিনি কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তরে কর্মরত বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, আবাসনে ঢোকার সময় তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি অটো। তা নিয়ে অটো চালকের সঙ্গে বচসা হয় আধিকারিকের। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর তা সাময়িক ভাবে মিটে যায়। ঘরে চলে আসেন আধিকারিক।

অভিযোগ, এরপরই ওই অটো চালক দলবল নিয়ে আবাসনে

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 94

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আমরা যখন কাউকে দুঃখ দিই, তখন আমরা আমাদের স্বভাবের বিরুদ্ধে কাজ করি। আধ্যাত্মিক প্রগতিতে দেখা হয় - আপনার উপর কত লোক খুশী, আপনি কত লোককে সুখ দিতে পারেন, আপনি কত লোককে প্রেম করেন। এইসব থেকেই আধ্যাত্মিক প্রগতি হয়। আর এ সব আপনার হৃদয় থেকে, ভিতর থেকে হতে হবে।

একদিন সকালে এক বড় শিলাভূমির কাছে আমি গুরুদেবের সঙ্গে বসেছিলাম, আর মনে বিচার এল, "গুরুদেব বার বার - চিত্ত পবিত্র কর, চিত্ত শুদ্ধ কর, চিত্ত সশক্ত কর-বলেন। কিন্তু চিত্ত মানে ঠিক কি জিনিস? আর তাকে কি করে জানা যেতে পারে?"

ক্রমশঃ

ফিরহাদের ওয়ার্ডে নৃশংস খুনে গ্রেফতার ২

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খাস কলকাতার বুকে খোদ মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বাড়ির অদূরে এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ উঠল। চেতলার ১৭ নম্বর বাসস্ট্যান্ডে এক ব্যক্তিকে শাবল ঢুকিয়ে খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দুই জনকে।খাস কলকাতার বুকে খোদ মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বাড়ির অদূরে এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ উঠল। শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ চেতলায় ১৭ নম্বর বাসস্ট্যান্ডের কাছে মদের আসরে যোগ দিয়েছিলেন ৪২ বছর বয়সি অশোক পাসওয়ান। সেখানেই ঘটে গেল ভয়ঙ্কর ঘটনা। বচসার জেরে কলকাতা পুরসভার ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে অশোক পাসওয়ানের গলায় শাবল ঢুকিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল।চেতলার প্রত্যক্ষদর্শী ও বাসিন্দা বলেন, ৪ থেকে ৫ জন ছিল, মদ খাচ্ছিল, বাসের পিছনে, পুরনো আক্রোশ থাকতে পারে, গলায় শাবল ঢুকিয়ে দিয়েছে। মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল, পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে গেছে কিন্তু বাঁচাতে পারল না। এই ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাজ্যের মন্ত্রী ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেখানে একাধিক জায়গায় কোনও সিসি ক্যামেরা নেই। এই রকম নৃশংস খুনের পরে একের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।এই ঘটনায় পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা বলেন, দুই জনকে আমরা গ্রেফতার করেছি। তিন জন সঙ্গেই ছিল (মৃত্যুর আগে ওই ব্যক্তি-সহ ৩)। আরও প্রমাণ রয়েছে। তা নিয়ে এই মুহূর্তে বলছি না। কিন্তু এভিডেন্স থেকে এটা পরিষ্কার আছে, যে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের সরাসরি যোগ রয়েছে।' অপরদিকে, বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'ছোটবেলায় পড়তাম, প্রদীপের তলায় অন্ধকার। বাস্তবে সেটাই দেখা যাচ্ছে, মেয়র যে ওয়ার্ডে থাকেন, যে ওয়ার্ড থেকে তিনি নির্বাচিত হন, সেই ওয়ার্ডে, আমাদের মহানাগরিকের ওয়ার্ড, সেখানে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে রেস্ট অব দ্য কলকাতাতে কী অবস্থা চলছে, তাহলে তো সহজেই অনুমেয়। যারা খুন হয়েছেন, এবং খুন করেছে, কোনও না কোনও তৃণমূল যোগ খুঁজে পাবেন।'

রাতের অন্ধকারেই ১০ কোটির প্ল্যান করেছিল দুষ্কৃতীরা, সব ভেস্তে দিল বিএসএফ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লাখ লাখ নয়, একেবারে কোটি কোটি। অভিযানে বড় সাফল্য পেল বিএসএফ। একেবারে ১০ কোটি টাকার হেরোইন পাচারের ছক বানচাল করে দিল ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। আচমকা হানাতে উদ্ধার প্রায় সাড়ে চার কেজির হেরোইন। যার বাজার মূল্য আনুমানিক প্রায় ১০ কোটি টাকা। তবে পাচারকারীদের পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি।প্রাথমিক তদন্তে অনুমান বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই ওই বড় মাত্রার হেরোইন আনা হয়েছিল। ফলে কোনও বাংলাদেশি হ্যান্ডেলারদের যোগ রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এরপর ৪ পাতায়

উড়িশায় উদ্ধার হল ফালাকাটার নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

অবশেষে উড়িশার গ্যাঞ্জাম স্টেশন থেকে আড়াই কিমি দূরে নদীর ধারে এক জঙ্গলে উদ্ধার হল ফালাকাটার নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিকে দেহ। ওই শ্রমিকের বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের লছমনডাবরি গ্রামে। শ্রমিকের নাম হাঞ্জলা ফিরদৌস। তিনি দেড় মাস আগে কেরলে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে গেছিলেন। গত ১২অক্টোবর ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলেন। ১৩অক্টোবর শেষবারের মতো বাবা ও স্ত্রীর সঙ্গে তার ফোনে কথা হয়। তারপর থেকে তার ফোন সুইচ অফ। এদিকে ১৪ বা ১৫অক্টোবর তার বাড়িতে ফিরে আসার কথা। কিন্তু তারপরও না ফেরায় পরিবারের তরফে ১৫অক্টোবর নিউ ময়নাগুড়ি জিআরপিতে অপহরণের অভিযোগ করা হয়। বিষয়টি ফালাকাটা থানাকেও জানানো হয়। এদিকে শুক্রবার সন্ধ্যায় ফালাকাটা থানায় উড়িশা থেকে একটি দেহ উদ্ধারের খবর আসে। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য জানান,উড়িশা থেকে আমাদের কাছে দেহ উদ্ধারের খবর আসে। বিষয়টি পরিবারকে জানানো হয়।

তখন পরিবারের লোকজন উড়িশা যান। সেখানে দেহর সঙ্গে ভোটার পরিচয়পত্র ও ড্রাইভিং লাইসেন্স মেলে। যা দেখে দেহ শনাক্ত হয়। এই খবরে গোটা গ্রামে শোকের ছায়া নেমেছে। কদিন আগেই শ্রমিকের মা নিরফুল নেহার বলেছিলেন,'ছেলেকে ট্রেনের কামরায় ক'জন যুবক উত্যক্ত করেছিল। ফোনে তা জেনেছিলাম। তাই এই ঘটনার তদন্ত হোক।' স্ত্রী সাত মাসের অন্তসত্তা। এমন ঘটনায় তিনি বার বার জ্ঞান হারাচ্ছেন। এদিন অবশ্য ওই বাড়িতে যান তৃণমূলের ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাস। তিনি জানান,বাঙালি শ্রমিক বলেই তাকে হেনস্থা করে খুন করা হতে পারে। বিষয়টি অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের দপ্তরে জানিয়েছি। লছমনডাবরি গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য আতাউর রহমান পরিবারটির পাশে আছেন। তিনিও জানান,পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হোক।

(১ম পাতার পর)

বচসার জেরে শুল্ক আধিকারিকের বাড়িতে ঢুকে 'মার', ফাটল মাথা

ওই আধিকারিকের ফ্ল্যাটে চড়াও হয়। সিসিটিভি ফুটেজে দলবল নিয়ে চড়াও হওয়ার দৃশ্য ধরা পড়েছে। ওই আধিকারিক অভিযোগ তুলেছেন, তাঁর উপর একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায়। ঘরের মধ্যেই বেধড়ক মারধর করা হয়। তাতে তাঁর মাথা ফেটে গিয়েছে। ভেঙে দেওয়া হয় কোলাপসিবল গেট ভেঙে দেওয়ার হয়েছে বলেও অভিযোগ। তিনি বলেন, " ৪০-৫০জনের দল আমার উপর হামলা চালিয়েছে। ফ্ল্যাটে তাণ্ডব চালিয়েছে। আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।"

অস্ত্র নামিয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরলেন ২১ জন মাওবাদী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাওবাদীদের আরও বড় আত্মসমর্পণ। ২১ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন নারী। কাঁকের জেলায়১৮টি অস্ত্র নামিয়ে সহিংসতার পথ ত্যাগ করেছেন ২১ মাওবাদী। রবিবার ছত্তিশগড়ের বস্তারে এই আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটেছে। কেশকাল বিভাগের অংশ ছিল এই ক্যাডারেরা। তারা মাওবাদীদের নিজস্ব রাষ্ট্রের পতাকা ' পুনা মারঘাম '- নিয়ে ২১ জন মাওবাদী অস্ত্র সমর্পণ করেছে।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই এরপর X হ্যান্ডেলে এক প্রতিক্রিয়ায় লিখেছিলেন, "বস্তার এক গভীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বন্দুকযুদ্ধের প্রতিধ্বনি ম্লান হয়ে আসছে, তার জায়গায় স্থান করে নিচ্ছে গণতন্ত্রের অবিচল কণ্ঠস্বর। সেই কণ্ঠস্বর এখন গোটা অঞ্চল জুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। নারায়ণপুরে আগের আত্মসমর্পণের পাশাপাশি, গত ২৪ ঘন্টায় ৪৫ জন মাওবাদী হিংসা ত্যাগ করে গণতান্ত্রিক অগ্রগতির উপর আস্থা রেখেছেন।"জানা গিয়েছে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। সমাজের মূলধারায় যোগদানের জন্য তাঁরা এগিয়ে এসেছেন।

২১ জন ক্যাডারের মধ্যে ৪ জন ডিভিসিএম, ৯ জন এসিএম এবং ৮ জন পার্টি সদস্য মূলধারায় যোগদান করেছেন। ১৩ জন মহিলা ক্যাডার এবং ৮ জন পুরুষ ক্যাডার রয়েছেন। ৩টি একে ৪৭ রাইফেল, ৪টি এসএলআর রাইফেল, ২টি ইনসাস রাইফেল, ৬টি .৩০৩ রাইফেল, ২টি সিঙ্গেল শট রাইফেল এবং ১টি বিজিএল অস্ত্রও ক্যাডাররা পুলিশের কাছে হস্তান্তরিত করেছেন। এমনিতেই মাওবাদী নিধন অভিযান চালাচ্ছে সিআরপিএফ। কয়েক মাস আগে সুকমা জেলায় ২৩ জন মাওবাদী ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) আধিকারিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তাঁদের মাথার দাম ছিল ১.১৮ কোটি টাকা। আত্মসমর্পণকারী ক্যাডারদের মোট মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল ১.১৮ কোটি টাকা । পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, যাদের মধ্যে ১১ জন মাওবাদী শ্রেণিবিন্যাসের প্রবীন কর্মী হিসেবে তালিকাভুক্ত। এই দলের মধ্যে ছিলেন পোডিয়াম ভীমা ওরফে লোকেশ, যিনি ২০১২ সালে সুকমার প্রথম কালেক্টর অ্যালেক্স পল মেননের অপহরণের পরিকল্পনার জন্য অভিযুক্ত একজন বিভাগীয় কমিটির সদস্য। আত্মসমর্পণের ঘটনা বস্তারে মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটিতে এক বড়সড় আঘাত তা বলা বাহুল্য।

দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক ডাকল কমিশন, এসআইআর ঘোষণার অনুমান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গের মতো একাধিক রাজ্যের এসআইআর ঘোষণা করবে কমিশন? জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ডাকা সাংবাদিক বৈঠক ঘিরে এমনই অনুমান করছে রাজনৈতিক মহল। সোমবার বিকেল সোয়া চারটেয় সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছে কমিশন। নভেম্বরেই রাজ্যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ঘোষণা করার সম্ভাবনা আগে থেকেই ছিল।নভেম্বরে এসআইআর চালু হলে তিনটি ধাপে তা করার সম্ভাবনা রয়েছে। বিজ্ঞপ্তি জারির পর বিএলও-দের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফর্ম ভরিয়ে তা জমা নেওয়ার কথা। তার ভিত্তিতে বের হবে খসড়া তালিকা। সেই তালিকায় সংশোধন পরিমার্জনের পর তৃতীয় ধাপে বের হবে চূড়ান্ত তালিকা।সিপিআই(এম)'র দাবি, ভোটার তালিকায় সংশোধন জরুরি এ রাজ্যে। প্রচুর নাম রয়েছে মৃত এবং স্থানান্তরিত ভোটারদের। তার

এরপর ৫ পাতায়

ফের উত্তপ্ত ভাঙড়, ভাঙচুর, বোমাবাজি, এলাকায় বসল পুলিশ পিকেটিং

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভাঙড় : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা কাইজার আহমেদ এর দলীয় কার্যালয়ে তান্ডব । ভাঙচুর চেয়ার টেবিল । তৃণমূল নেতার দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে দলের অপর গোষ্ঠী শওকাত মোল্লার অনুগামীদের বিরুদ্ধে । দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অভিষেক 'ঘনিষ্ঠ' জাহাঙ্গীর খান দায়িত্ব পেতে ভাঙড়ের আরাবুল অনুগামী এবং কাইজার অনুগামীরা আনন্দে আতশবাজি ফাটাতে শুরু করেন। বোমার শব্দে কেঁপে ওঠে গ্রাম। খবর পেয়ে পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। ঘটনার পিছনে তৃণমূলের মদত রয়েছে বলে অভিযোগ আইএসএফের। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এলাকায় পুলিশ পিকেটিং বসানো হয়েছে।কালী পুজো মিটতেই ফের ভাঙড় রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে প্রশাসনের কপালে। পুলিশ নজরদারি বাড়াচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। জাহাঙ্গীর খান, অভিষেক ব্যানার্জী শ্লোগান দিতে থাকেন কর্মীরা। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটকপুকুরে কাইজারের (Kaijar) অফিসে দলবল নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের অপর গোষ্ঠীর নেতাদের বিরুদ্ধে। মূলত ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকাত মোল্লার অনুগামী আহছান মোল্লা, বাহারুল ইসলামের বিরুদ্ধে দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে।

এই ঘটনায় ভাঙড়ে আবারও সামনে চলে এসেছে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল ।আবারও উত্তপ্ত ভাঙড়। ভাঙড়ের উত্তর কাশীপুর থানা এলাকার চন্ডিহাট গ্রামে বোমাবাজি । আইএসএফের বুথ সভাপতির বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনা ঘিরে নতুন করে তপ্ত ভাঙড়(Bhangar) ।শনিবার গভীর রাতে ভাঙড়ের চন্ডিহাট গ্রামে আইএসএফের বুথ সভাপতি ইছা হক মোল্লার বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ।

সম্পাদকীয়

গত পাঁচ বছরে আইনজীবীদের পিছনে মোটা টাকা ঢেলেছে রাজ্য সরকার

মামলার পর মামলা। নিয়োগ দুর্নীতি, ডিএ থেকে আর জি করের মতো মামলা! আর এসব মামলার খরচ মেটাতেই গত ৫ বছরে আইনজীবীদের পিছনে বিপুল টাকা ঢেলেছে রাজ্য সরকার । গত পাঁচ বছরে উকিল বাবদ রাজ্য সরকারের খরচ হয়েছে প্রায় ৬৫ কোটি টাকা।আর এই সব মামলা লড়ার ক্ষেত্রে রাজ্য দেশের একাধিক প্রথম সারির আইনজীবীর উপরে দায়িত্ব দিয়েছে। আর তাতেই এই খাতে রাজ্যের খরচ দিন দিন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য, অতীতেও একাধিক সময়ে এই বিষয়ে বিরোধীরা রাজ্য সরকারকে তোপ দেগেছেন।

বিরোধীদের অভিযোগ, এই সব আইনজীবীর পিছনে রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষেরই করের টাকা খরচ করছে।সংখ্যাটা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও এটাই সত্যি। আর কিছুদিন আগে এই তথ্য সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

তথ্যের অধিকার (আরটিআই) আইনের অধীনে আরটিআই কর্মী অমিতাভ চৌধুরী রাজ্য সরকারের আইন দফতরে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য বলছে, ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪, এই পাঁচ অর্থবর্ষ মিলিয়ে রাজ্য সরকার খরচ করেছে ৬৫.৪৭ কোটি টাকা। আইনি খরচ মেটাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অর্থ খরচ করেছে।

গত পাঁচ বছরে রাজ্য সরকারের আদালতে বিভিন্ন মামলা লড়ার জন্য শুধু উকিলদের ফি বাবদ এই খরচের কথা শুনে ভিরমি খাচ্ছেন অনেকেই। উল্লেখ্য, রাজ্যের অধিকাংশ মামলাগুলি একবার হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চে যায়। আবার তা সুপ্রিম কোর্টে যায়। প্রতি ক্ষেত্রেই আইনজীবী নিয়োগ করতে হয় রাজ্যকে।

আর এই সব মামলা লড়ার ক্ষেত্রে রাজ্য দেশের একাধিক প্রথম সারির আইনজীবীর উপরে দায়িত্ব দিয়েছে। আর তাতেই এই খাতে রাজ্যের খরচ দিন দিন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য, অতীতেও একাধিক সময়ে এই বিষয়ে বিরোধীরা রাজ্য সরকারকে তোপ দেগেছেন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষোলোতম পর্ব)

ওঁ হূম জুম স্বহা
ওঁ ত্রৈয়ম্বকম্ য়জামহে
সুগন্ধিম্ পুষ্টিবর্ধনম্ ।
উর্বারুকমিব বন্ধনাম্
মৃত্যুরমোক্ষিয় মামৃতাত ॥
ওঁ স্বহা জুম হূম ওঁ

ত্রৈয়ম্বকম্ : তিন নেত্র বা চোখ আছে যার।
য়জামহে : যার আমরা পুজো করি।
সুগন্ধিম্ : সুগন্ধ যুক্ত।
পুষ্টি : যা শক্তি যোগায়।
বর্ধনম্ : যা বৃদ্ধি করে বা শক্তি যোগায়।
উর্বারুকমিব : শশার মত।
বন্ধনাম্ : বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন যিনি।

ক্রমশঃ
(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

রাতের অন্ধকারেই ১০ কোটির প্ল্যান করেছিল দুষ্কৃতীরা, সব ভেস্তে দিল বিএসএফ

মানের দিক থেকেও এই হেরোইন বেশ উন্নত বলে জানা যাচ্ছে। সে কারণেই বাজারদর আকাশছোঁয়া। এদিকে খবর চাউর হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। সাম্প্রতিককালে এলাকায় পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগের আবহ স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও।রাতের অন্ধকারকে কাজে লাগিয়েই গা ঢাকা দিয়েছে তাঁরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী এলাকায়। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের লালগোলা সীমান্তের বিএসএফের ১৪৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের আসারীদহ এলাকায়। রোজকার মতো শনিবার রাতেও ওই এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন বিএসএফের জওয়ানরা।

সূত্রের খবর, সেই সময়ই সেই সময়ই হেরোইন পাচারের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু দুষ্কৃতীর দেখা মেলে। তাঁদের গতিবিধি দেখে সন্দেহ হওয়াতেই ধাওয়া করে বিএসএফের জওয়ানরা। কিন্তু, রাতের অন্ধকারের আধারে জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে দেয় তাঁরা। ফলে সেই মুহূর্তে আর তাঁদের ধরা যায়নি।

কিন্তু উদ্ধার করা হয় প্রায় সাড়ে ৪ কেজি হেরোইন। দুষ্কৃতীদের খোঁচে সার্চ অপারেশন চালাচ্ছে বিএসএফ। কাজে লাগানো হচ্ছে গোপন সোর্স। কথা বলা হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

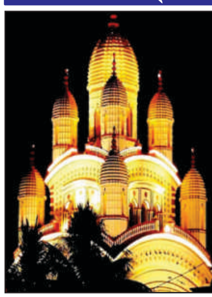

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবুও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এগুলির মূলেও আদিম উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাসই অনুমান করেছেন। এ-জাতীয় মূর্তির বর্ণনায় পিগট্ যেমন বলেছেন, a grim embodiment of the mother-goddess who is also the guardian of the dead – **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর “মন কি বাত” (১২৭ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

প্রথম ভাগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। মন কি বাতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। গোটা দেশে এখন উৎসবের উল্লাস চলেছে। আমরা সবাই কিছুদিন আগে দীপাবলী উদযাপন করেছি আর এখন ছট পূজায় ব্যস্ত রয়েছেন বড় সংখ্যক মানুষজন। বাড়িতে-বাড়িতে ঠেকুয়া বানানো চলছে। নানা জায়গায় সেজে উঠছে ঘাট। বাজারে দারুণ জাঁকজমক। সর্বত্র শ্রদ্ধা, আত্মীয়তা আর পরম্পরার মিলন দেখা যাচ্ছে। ছটের ব্রত পালন করা মহিলারা যে সমর্পণ আর নিষ্ঠার সঙ্গে এই পর্বের জন্য প্রস্তুতি নেন তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক।

বন্ধুরা, ছটের মহাপর্ব সংস্কৃতি, প্রকৃতি আর সমাজের মধ্যে গভীর ঐক্যের প্রতিচ্ছবি। ছটের ঘাটে সমাজের সব শ্রেণী একসঙ্গে উপস্থিত হয়। এই দৃশ্য ভারতের সামাজিক ঐক্যের সবথেকে সুন্দর উদাহরণ। আপনি দেশ বা দুনিয়ার যে কোনও প্রান্তে থাকুন, সুযোগ পেলে ছট উৎসবে অবশ্যই অংশ নিন। এক অসামান্য অভিজ্ঞতার স্বাদ নিন নিজে। ছটি মাইয়াকে প্রণাম জানাই আমি। সব দেশবাসী বিশেষ করে বিহার, ঝাড়খণ্ড আর পূর্বাঞ্চলের মানুষদের ছট মহাপর্বের শুভকামনা জানাই।

বন্ধুরা, উৎসবের এই উপলক্ষে আমি আপনাদের সবার নামে একটি চিঠি লিখে নিজের মনের ভাবনা ভাগ করে নিয়েছিলাম। আমি চিঠিতে দেশের সেইসব সাফল্যের কথা বলেছি যার ফলে এবারের উৎসবের জাঁকজমক আগের থেকে বেশি হয়েছে। আমার চিঠির জবাবে দেশের অনেক নাগরিক তাঁদের বার্তা পাঠিয়েছেন আমাকে। সত্যিই, অপারেশন সিঁদুর প্রত্যেক ভারতীয়কে গর্বে পূর্ণ করেছে। এবার ওইসব এলাকাতেও আনন্দের দীপ জ্বালানো হয়েছে যেসব জায়গাকে এক সময় মাওবাদী আতঙ্কের বিভীষিকা ঢেকে রাখত। মানুষজন সেই মাওবাদী আতঙ্ককে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলতে চায় যা তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যৎকে সঙ্কটময় করে তুলেছিল।

জিএসটি বচত উৎসব নিয়েও মানুষের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ উৎসবের মধ্যে আর এক আনন্দের বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে। বাজারে স্বদেশী জিনিসপত্রের কেনাকাটা খুব ভালোভাবে বেড়েছে। মানুষজন আমাকে যেসব বার্তা পাঠিয়েছেন তাতে তাঁরা বলেছেন যে এবারে তাঁরা কোন-কোন স্বদেশী জিনিসপত্র কিনেছেন।

বন্ধুরা, আমি আমার চিঠিতে খাওয়ার তেল দশ শতাংশ কম ব্যবহার করার অনুরোধ জানিয়েছিলাম, এই ব্যাপারেও সবাই খুব সদর্থক মনোভাব দেখিয়েছেন।

বন্ধুরা, স্বচ্ছতা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখার প্রয়াস, এই ব্যাপারেও অনেক বার্তা পেয়েছি আমি। আমি আপনাদের সঙ্গে দেশের আলাদা-আলাদা শহরের এমন ঘটনা ভাগ করে নিতে চাই যেগুলো অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। ছত্তিশগড়ের অম্বিকাপুরে শহরের প্লাস্টিক আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য এক অভূতপূর্ব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অম্বিকাপুরে গার্বেজ কাফে চালানো হচ্ছে। এটা এমন একটা কাফে যেখানে প্লাস্টিক আবর্জনা নিয়ে গেলে ভরপেট খাবার খাওয়ানো

এরপর ৬ পাতায়

(৩ পাতার পর)

দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক ডাকল কমিশন, এসআইআর ঘোষণার অনুমান

তালিকাও তৈরি করেছে পার্টি। সেই নাম অতীতে জমা দিলেও বাদ দেয়নি কমিশন। কিন্তু ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে নাগরিকত্ব নিয়ে টানাটানি নির্বাচন কমিশন করতে পারে না। কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া যাবে না তালিকা থেকে।সোমবার এই প্রক্রিয়ার সূচি ঘোষণা করা হবে কিনা তা নিয়ে রয়েছে আগ্রহ।

এর আগে, গত সপ্তাহে, দিল্লিতে কমিশনের দু'দিনের বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের সিইও দপ্তর থেকে আধিকারিকরা যোগ দিয়েছিলেন। কমিশন কোনও বিবৃতি না দিলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে বলা হয় পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, আসাম, তামিলনাড়ু এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির ভোট সামনের বছর হওয়ার কথা একসঙ্গে। এই রাজ্যগুলিতে এসআইআর'র প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেছে কমিশন। কোনও কোনও অংশের অনুমান, এই পাঁচ রাজ্য ছাড়াও অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে এসআইআর ঘোষণা করতে পারে কমিশন। উল্লেখ্য, সারা দেশে এসআইআর চালুর আগ্রহ জানালেও একসঙ্গে তা করে ওঠা সমস্যার বলে মনে করছেন আধিকারিকদের একটি অংশ।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
দৈনিক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

(৫ পাতার পর)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" (১২৭ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

হয়। যদি কোনও ব্যক্তি এক কিলোগ্রাম প্লাস্টিক নিয়ে যান তবে তাঁকে দুপুরবেলার বা রাতের খাবার দেওয়া হয় আর যদি কেউ আধ কিলোগ্রাম প্লাস্টিক নিয়ে যান তবে জলখাবার পান তিনি। এই কাফে চালায় অম্বিকাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন।

বন্ধুরা বেঙ্গালুরুতে ঠিক এরকমই দারুন কাজ করেছেন ইঞ্জিনিয়ার কপিল শর্মা। বলা হয় বেঙ্গালুরু হ্রদের শহর, আর কপিল জি এখানকার এই হ্রদগুলির পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছেন। কপিল-জি ও তার সঙ্গী-সাথীরা বেঙ্গালুরু এবং তার আশপাশের এলাকায় ৪০-টি জলকূপ এবং ৬টি জলাশয়ে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তিনি তার এই লক্ষ্যে কর্পোরেট এবং স্থানীয় মানুষজনকেও সামিল করে নিয়েছেন।

তাঁর সংস্থা বৃক্ষরোপন কর্মসূচির সঙ্গেও যুক্ত। বন্ধুরা, অম্বিকাপুর এবং বেঙ্গালুরুর এই প্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত আমাদের দেখিয়ে দেয় যে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হলে পরিবর্তন আসতে বাধ্য।

বন্ধুরা, পরিবর্তন আনার এই প্রচেষ্টার আরো একটা উদাহরণ আমি আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেবো। আপনারা সকলেই জানেন যে পাহাড় এবং সমতল অঞ্চলে যে বনভূমি থাকে, সেই বনভূমি মাটিকে ধরে রাখে; সমুদ্র উপকূলে ঠিক একইরকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ম্যানগ্রোভ। ম্যানগ্রোভ সাগরের নোনা জল এবং কাদা-ভূমিতে জন্মায় এবং এটা সামুদ্রিক বাস্তু-তন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুনামি বা সাইক্লোনের মতো দুর্যোগ মোকাবিলায় ম্যানগ্রোভ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা প্রমানিত।

বন্ধুরা, গুজরাতের বন-বিভাগ ম্যানগ্রোভের এই গুরুত্বের কথা খেয়াল রেখে একটি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। পাঁচ বছর আগে বন বিভাগের টিম আমেদাবাদের কাছাকাছি ধোলেরা'য় ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ শুরু করেছিল, আর এখন ধলেরার তীরে সাড়ে তিন হাজার হেক্টর অঞ্চল জুড়ে ম্যানগ্রোভ বিস্তার লাভ করেছে। এই ম্যানগ্রোভের প্রভাব এখন সমগ্র অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে। সেখানকার ইকো-সিস্টেমে ডলফিনের সংখ্যা বেড়ে গেছে। কাঁকড়া এবং অন্যান্য জলচর প্রাণীর সংখ্যাও আগের তুলনায় বেড়েছে। শুধু তাই নয় এখন এখানে পরিযায়ী পাখিরাও প্রচুর সংখ্যায় আসছে।

এর ফলে সেখানকার পরিবেশের উপর একটা ভালো প্রভাব তো পড়েছেই একই সঙ্গে ধোলেরার মৎস্যজীবীরাও লাভবান হচ্ছেন।

বন্ধুরা, ধোলেরা ছাড়া গুজরাতের কচ্ছ-তেও ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ খুব দ্রুততার সঙ্গে চলছে, সেখানকার 'কোরী ক্রীক'-এ Mangrove Learning Centre তৈরী করা হয়েছে।

বন্ধুরা, গাছপালা ও বৃক্ষর এটাই তো বিশেষত্ব। যে কোনো স্থানেই তা প্রত্যেক জীবের উপকারে আসে। এই জন্য আমাদের পুঁথি-পত্রে বলা হয়েছে-

"ধন্য মহীরূহ্ যেভ্যোয়,
নিরাশাং য়ান্তি নার্থিনঃ।"

অর্থাৎ, ধন্য সেই বৃক্ষ ও বনস্পতি, যারা কাউকেই নিরাশ করে না। আমাদেরও উচিত যে এলাকাতেই থাকি না কেন, অবশ্যই বৃক্ষরোপণ করা। 'এক পেড় মাকে নাম' এই কর্মসূচিটিকে আমাদের আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী আপনারা কি জানেন যে মন কি বাত অনুষ্ঠানে আমরা যে সব বিষয় নিয়ে কথা বলি, সেখানে আমার জন্য সবচেয়ে সুখকর কোনটা হয়? তাহলে আমি এই বিষয়ে এটাই বলতে পারি যে মন কি বাত অনুষ্ঠানে আমরা যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করি সেখান থেকে মানুষ সমাজের জন্য কিছু ভালো, কিছু সৃজনশীল কাজের অনুপ্রেরণা পায়। এতে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের দেশের অনেক বিষয় উঠে আসে।

বন্ধুরা আপনাদের মধ্যে অনেকেরেই হয়তো মনে আছে যে প্রায় ৫ বছর আগে আমি এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রজাতির কুকুরদের নিয়ে কথা বলেছিলাম। আমি দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিরাপত্তারক্ষায় নিযুক্ত সৈনিকদেরও অনুরোধ করেছিলাম যে তারা যেন ভারতের নিজস্ব প্রজাতির কুকুরদের কাজে লাগান কারণ তারা আমাদের পরিবেশ এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। আমার এটা বলতে খুব আনন্দ হচ্ছে যে আমাদের নিরাপত্তা রক্ষায় নিযুক্ত সংস্থাগুলি এই লক্ষ্যে যথেষ্ট প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা করেছে। বিএসএফ এবং সিআরপিএফ নিজেদের ব্যাটালিয়নে ভারতীয় প্রজাতির কুকুরের সংখ্যা বাড়িয়েছে। কুকুরদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিএসএফের ন্যাশনাল ট্রেনিং সেন্টার গোয়ালিয়ারের টেকনপুরে অবস্থিত। এখানে উত্তরপ্রদেশের রামপুরহাউন্ড, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের মুধোলহাউন্ডদের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। এই সেন্টারে প্রশিক্ষকরা প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এই ধরনের কুকুরদের আরও ভালো ভাবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। ভারতীয় প্রজাতির কুকুরদের জন্য ট্রেনিং ম্যানুয়াল নতুন করে লেখা হয়েছে ডগ ব্রিডিং অ্যান্ড ট্রেনিং স্কুলে মোঙ্গেরলস, মুধোলহাউন্ড, কোম্বাই এবং পান্ডিকোনার মতো ভারতীয় প্রজাতির কুকুরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

বন্ধুরা গত বছর লখনৌয়ে অল ইন্ডিয়া পুলিস ডিউটি মিট আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সময় রিয়া নামের ভারতীয় প্রজাতির একটি কুকুর তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। এটি একটি মুধোল হাউন্ড যাকে বিএসএফের তরফে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। রিয়া এখানে অনেক বিদেশি প্রজাতির কুকুরকে পেছনে ফেলে প্রথম পুরস্কার জিতেছিল।

বন্ধুরা এখন বিএসএফ নিজেদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরদের বিদেশী নামে ডাকার পরিবর্তে ভারতীয় নাম দেওয়ার পরম্পরা শুরু করেছে। আমাদের এখানকার দেশী প্রজাতির কুকুরেরা আশ্চর্য সাহসের পরিচয় দিয়েছে। গতবছর ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় অভিযান চালানোর সময় সিআরপিএফ এর একটি ভারতীয় প্রজাতির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ৮ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক উদ্ধার করেছিল। বিএসএফ এবং সিআরপিএফ এই লক্ষ্যে যে প্রচেষ্টা করেছে তার জন্য আমি ওদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে আমি ৩১ শে অক্টোবরের জন্য অপেক্ষা করছি।ওই দিন লৌহ-পুরুষ সর্দার প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষে প্রতিবছর গুজরাটের একতানগরের স্ট্যাচু অফ ইউনিটির কাছে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এখানেই একতা দিবসের প্যারেড আয়োজিত হয় এবং এই প্যারেডে আবার ভারতীয় প্রজাতির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরদের বিশেষ ক্ষমতার প্রদর্শনী হবে। আপনারাও সময়-সুযোগ করে এটা অবশ্যই দেখবেন।

আমার প্রিয় দেশবাসী, সরদার প্যাটেলের ১৫০ তম জন্মদিন সমগ্র দেশের জন্য একটি বিশেষ দিন। আধুনিক সময়ে দেশের মহান ব্যক্তিদের মধ্যে সর্দার প্যাটেল একজন। ওর বিরাট ব্যক্তিত্বে অনেক গুণের সমাবেশ

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

‘আমরা আর বাড়ির বাইরে যেতে পারব না’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড তারকা দম্পতি অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ ও অভিনেতা ভিকি কৌশল জীবনের অন্যতম সেরা সময় পার করছেন।

অনেক দিনের জল্পনার অবসান ঘটিয়ে এ তারকা জুটি সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ভক্ত-অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করে নিয়েছেন তাদের জীবনে নতুন অতিথি আসার খবর। প্রকাশ্যে এনেছেন বেবি বাম্পের ছবিও। এরপর থেকেই ভক্তদের আগ্রহ এখন তুঙ্গে— কবে আসবে সেই বহুল প্রতীক্ষিত শুভদিন?

জানা গেছে, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ক্যাটরিনা কাইফের পাশে থাকার জন্য এই সুন্দর মুহূর্তে তাকে অনেকটা সময় দেওয়ার চেষ্টা করছেন স্বামী ভিকি কৌশল। বেশিরভাগ সময়টাই এখন তারা একসঙ্গে বাড়িতে কাটাচ্ছেন। এর কারণ হিসেবে অভিনেতা বলেন, একরত্তির বেড়ে ওঠার কোনো মুহূর্ত তিনি চোখের আড়াল করতে চান না। আর সে কারণেই আগামীতেও বেশিরভাগ সময়টা পরিবারের সঙ্গেই কাটাতে চান বলিউডের এ জনপ্রিয় তারকা।

অনেক দিন নীরব থাকার পর অবশেষে জীবনের এই নতুন ইনিংস নিয়ে কথা বললেন হবু বাবা ভিকি কৌশল। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সম্পর্কেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

জীবনের এই অভিনব জার্নি প্রসঙ্গে ভিকি বলেন, ‘এটি সত্যিই অনবদ্য একটি অনুভূতি, যা বলে বোঝানো যাবে না। এটি সত্যি বলতে সব থেকে বড় আশীর্বাদ। তাই এই সময়টা আমরা ভীষণভাবে উপভোগ করছি। আমার তো মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছে, আমরা আর বাড়ি থেকে বাইরে যেতেই পারব না।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুর দিকে ভিকি কৌশলের ভাই সানি জানিয়েছিলেন, এই খবরে তাদের পরিবারের সবাই যেমন ভীষণ খুশি, ঠিক তেমনই খানিকটা নার্ভাসও বটে। দম্পতি শুরুতে সুখবরটি গোপন রাখলেও ক্যাটরিনার ঢিলেঢালা পোশাক দীর্ঘদিন ধরেই ভক্তদের মনে জল্পনা উসকে দিয়েছিল। তবে এখন যে অপেক্ষার পালা শেষ হওয়ার পথে, তা ভিকির কথায় স্পষ্ট।

সার্জারি করিনি, মাঝে মাঝে ওজন বাড়ে-কমে: শ্রাবন্তী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত এবং সেরা অভিনেত্রীদের একজন। সিনেমাপ্রেমী দর্শকরা তাকে একই রকম দেখে অভ্যস্ত। সম্প্রতি তিনি নিজের চেহারা কিংবা লুক পরিবর্তন নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেছেন। এখন পর্যন্ত নিজের সৌন্দর্য ধরে রাখতে কোনো ধরনের সার্জারি করেননি বলেও একটি পডকাস্টে জানিয়েছেন অভিনেত্রী।

শ্রাবন্তী বলেন, ভগবান আমাকে যেভাবে তৈরি করেছে, আমি সেভাবেই আছি। মাঝে মাঝে ওজন বাড়ে-কমে। এ ছাড়া মুখটা একই থাকবে। আমি সার্জারি করিনি এখন অবধি, তাই একই আছি।

সৌন্দর্য বাড়াতে বোটক্সের সাহায্য নেওয়া প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, ইনজেকশনে তার ভীষণ ভয়। যদিও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা বলা যাবে না। তিনি বলেন, খুব ভয় লাগে ইনজেকশন। ফিউচারে দেখব একবার ট্রাই করে, কিন্তু এখন অবধি করিনি বলে জানান এ অভিনেত্রী।

বর্তমানে কাজ ও ব্যক্তিগত জীবন দুটো নিয়েই আলোচনায় থাকেন শ্রাবন্তী। তার এমন সরাসরি মন্তব্য দ্রুতই নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যা নিয়ে নেটিজেনদের মাঝে আলোচনা-সমালোচনা চলছে।

দীপাবলিতে শব্দবাজি নয়, আলোর উৎসব হোক: মিমি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন দীপাবলি বা কালীপুজার আগে সকলকে আরও সচেতন ও মানবিক হওয়ার বার্তা দিলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। প্রতিবছর আলো ও আনন্দের এই উৎসবের সময়টা যখন বেশিরভাগের কাছেই আনন্দদায়ক, তখন অনেক অবলা প্রাণীর কাছে সেটাই হয়ে ওঠে বিভীষিকা। এই বাস্তবতা মনে করিয়ে দিতেই মিমির আবেগঘন আবেদন- ‘একটু মানবিক হয়ে ভাবুন।’

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিও বার্তায় মিমি বলেন, “এটাই সময় পশুপ্রেমীদের এগিয়ে আসার।

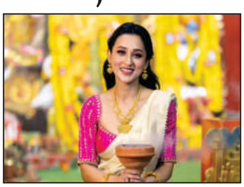

আমাদের কণ্ঠ তোলা দরকার। শব্দবাজির প্রভাবে কতটা যন্ত্রণা পায় রাস্তায় থাকা প্রাণীগুলো, সেটা একটু ভাবুন। এটা পলিউশনের ব্যাপার নয়, এটা মানবিকতার প্রশ্ন।”

শব্দবাজি নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়াসে অনেকেই মিমিকে প্রশ্ন করেছেন, ‘বিশ্বজুড়ে বাজি পোড়ানো হয়, আমরা কেন পারব না? আমি বায়ুদূষণ নিয়ে কিছু বলতে চাই না। শুধু চাই অবলাদের মুখের দিকে একবার তাকান। তাদের ব্যথা কি আমরা অনুভব করতে পারি না?”

মিমি মনে করিয়ে দেন, “অনেকের বাড়িতে বয়স্ক মানুষ থাকেন, কারও বাড়িতে পাখি বা পোষ্য থাকে। তাদেরও এই বিকট শব্দ কষ্ট দেয়, ভয় পাইয়ে দেয়। একটাবার ভেবে দেখুন, আনন্দের নামে কাউকে কি যন্ত্রণা দেওয়া উচিত?

মিমি চক্রবর্তীর অনুরোধ, “শব্দ নয়, আলোর উৎসব হোক দীপাবলি। ছোটদের শিক্ষা দিন, কীভাবে আনন্দে থাকা যায়, কিন্তু অন্যের ক্ষতি না করে।”

ইতালি বিশ্বকাপে না উঠলে কোচই দেশ ছাড়বেন!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইতালি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন না করলে কি হবে? সেই সমীকরণ মেলানোর আগেই বড় ঘোষণা দিয়েছেন ইতালির কোচ জেনারো গাত্তুসো। তিনি বলেছেন, ইতালি বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করতে না পারলে তিনি দেশ ছেড়েই চলে যাবেন।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে 'আই' গ্রুপে নিজেদের সর্বশেষ দুই ম্যাচে জয় পেয়েছে ইতালি। এস্তোনিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে দেশটি। ইসরায়েলকে তারা হারিয়েছে ৩-০ গোলে।

চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ করে নিতে পারলেই তবে বাকি কথা বলার ঘোষণা দিয়েছেন ইতালির কোচ। আর না পারলে তিনি ইতালিতেই থাকবে না।

'আই' গ্রুপে শীর্ষে দুইয়ে আছে ইতালি। তাতে অন্তত প্লে-অফ খেলা নিশ্চিত। তবে সরাসরি বিশ্বকাপে যেতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে হবে। ইতালি পিছিয়ে আছে এখানেই। যদিও দলটির গ্রুপসেরা হওয়ার সুযোগ আছে এখনো।

গ্রুপ পর্বে এখনো দুটি ম্যাচ আছে ইতালির। এ দুই ম্যাচে ইতালির প্রতিপক্ষ মলদোভা ও নরওয়ে। ৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে 'আই' গ্রুপের শীর্ষে নরওয়ে। সমান ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ইতালি। গোলের হিসাবে ইতালির (+১০) চেয়ে বেশ বড় ব্যবধানে এগিয়ে নরওয়ে (+২৬)।

সর্বশেষ দুটি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পায়নি ইতালি। এবার ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার টিকিট নিশ্চিত করতে চায় দলটি। গাত্তুসোও সেই লক্ষ্য পূরণ করতে পারলেই ইতালির কোচ হিসেবে তিনি কৃতিত্ব নিতে চান। আর তা যদি করতে না পারেন, তবে ইতালি ছেড়ে যাবেন তিনি।

আগামী মাসে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে মলদোভা ও নরওয়ের মুখোমুখি হবে ইতালি। ১৪ নভেম্বর মলদোভার মুখোমুখি হওয়ার পর ১৭ নভেম্বর ইতালির প্রতিপক্ষ নরওয়ে। সরাসরি বিশ্বকাপে খেলতে ইতালিকে নিজেদের দুটি ম্যাচই জিততে হবে। আর প্রার্থনা করতে হবে নরওয়ে যেন অন্য ম্যাচটিতেও পয়েন্ট হারায়।

চিত্র সাংবাদিকদের ভিড়ে মেজাজ হারালেন বুমরাহ

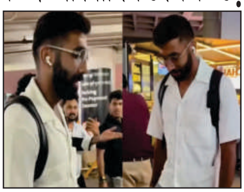

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্রিকেট মাঠে সাধারণত শান্ত এবং সংযত থাকতে দেখা যায় তাঁকে। তবে সম্প্রতি মুম্বাই বিমানবন্দরে চিত্রসাংবাদিকদের ভিড়ে মেজাজ হারালেন ভারতীয় দলের তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহ।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার পরই ফটোগ্রাফারদের একটি দল তাকে ঘিরে ধরে। ছবি তোলার জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকলে বিরক্তি প্রকাশ করেন বিশ্বের অন্যতম সেরা এই জোরে বোলার।

ক্ষুব্ধ বুমরাহ চিত্রসাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে স্পষ্টতই বলেন, আমি তো আপনাদের ডাকিনি। আপনারা অন্য কারও জন্য এসেছেন, তিনি হয়তো আসছেন।

তা সত্ত্বেও ছবি তোলার অনুরোধ চলতে থাকে। এমনকি, একজন সাংবাদিক রসিকতা করে বলেন, বুমরাহ ভাই আপনি আমাদের দিওয়ালির বোনাস। তবে সেই মন্তব্যে বিন্দুমাত্রও আমল দেননি বুমরাহ। বরং দ্রুত গাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে বলেন, আরে ভাই দয়া করে আমাকে আমার গাড়ির কাছে যেতে দিন।

বিমানবন্দরে মেজাজ হারানোর আগে, ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনেও আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বুমরাহ। ডিআরএস কল তার বিপক্ষে যাওয়ায় আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল তাকে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটার ক্যাম্পবেলের প্যাডে বল লাগলে অন-ফিল্ড আম্পায়ার আউট দেননি, যদিও ভারত ডিআরএস নেয়। রিপ্লেতে দেখা যায়, বল স্টাম্প ভাঙত কিন্তু তৃতীয় আম্পায়ার ব্যাট স্পর্শ করার বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ খুঁজে পাননি। ফলে, অন-ফিল্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই বহাল থাকে এবং ক্যাম্পবেল বেঁচে যান।

আউটের সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করে বুমরাহ মাঠ থেকে ফেরার পথে আম্পায়ারকে স্পষ্ট জানান, ইউ নো ইট'স আউট, বাট দ্য টেকনোলজি কান্ট প্রুভ ইট (আপনি জানেন এটা আউট, কিন্তু প্রযুক্তি তা প্রমাণ করতে পারছে না)। তাঁর এই মন্তব্য স্টাম্প মাইকে ধরা পড়েছিল।

বিশ্ব টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে রৌপ্য পদক জিতেছেন অবনী ত্রিপাঠী

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ (এজেন্সি)

দুবাইতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবিল টেনিস (ডব্লিউটিটি) যুব টুর্নামেন্টে রৌপ্য পদক জিতে জাতির জন্য গর্ব বয়ে এনেছেন অবনী ত্রিপাঠী। টুর্নামেন্টটি ২১ থেকে ২৪ অক্টোবর দুবাইতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০২১ সালে সাব-জুনিয়র বিভাগে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়া অবনী ২০২২ সালে এশিয়ান জুনিয়র এবং ক্যাডেট টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের ১৭ বছর বয়সী অবনী ইতিমধ্যেই অল্প বয়সে টেবিল টেনিসে বেশ কয়েকটি শিরোপা অর্জন করেছে। তার অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য দেশজুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এল.এস.

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR